গাংনীর মাইলমারীতে হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর মাইলমারী তে হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যাবসায়িকে আটক করেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে এ এস আই কালাম ও এ এস আই শামসুর রহমান সহ সঙ্গিও ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটক কৃতরা হলেন, মাইলমারী গ্রামের মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে সেকেন্দার আলী (৪৫) ও সাহারবাটি গ্রামের মৃত নেক মোহাম্মদের ছেলে তরিকুল আলী (৪০) কে ০৫ গ্রাম হেরোইন সহ আটক করা হয়।

তারা চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাইলমারী মন্ডলপাড়া ওয়াক্ত মসজিদের সামনে হিয়ারিং রাস্তার উপরে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাদেরকে আটক করে পুলিশ, পরে দেহ তল্লাশি করে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৭ জন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৭ জনকে আটক করেছে থানা পুলিশ। গতকাল বুধবার (২৫ অক্টোবর) রাতভর থেকে বৃহস্পতিবার ভোর

পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে মাদক উদ্ধারজনিত মামলায় ৪ জন,অন্যান্য মামলা ১ জন ও গ্রেফতারি পরোয়ান মূলে ২ জনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন গাংনী উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ওয়াজেদ কারীকরের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৪০),৭নং ওয়ার্ড ভিটাপাড়ার মৃত মহাসিন আলীর ছেলে মীর মহিদুল ওরফে মুকুল (৪৮), মাইলমারী মন্ডলপাড়ার মৃত দবির উদ্দীনের ছেলে মোঃ সেকেন্দার আলী(৪৫),সাহারবাটি গ্রামের মৃত নেক মোহাম্মদের ছেলে মোঃ তরিকুল আলী(৪০), কাজিপুর হাজীপাড়ার মোঃ রুপচাঁনের ছেলে আমিরুল ইসলাম(৩৮), করমদী মধ্যপাড়ার মৃতঃ আঃ কুদ্দুসের ছেলে মাগরীব আলী,আকুবপুরের মৃত জামাত আলীর ছেলে মোঃ নান্নু (২০)।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, সাজাপ্রাপ্ত মাদক মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মামলায় ৭ জনকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে মহিলা জামায়াতের ৫ কর্মী আটক

মুজিবনগরে সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক ও নাশকতার পরিকল্পনা করাকালীন সময়ে জিহাদী বইসহ জামায়াতের ৫ নারী নেতা-কর্মীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার সময় মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের মন্ডল পাড়ার মৃত লুৎফর ময়রার ছেলে আশাদুল ময়রার বাড়িতে গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন,উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের তাছাবউদ্দীন এর স্ত্রী কহিনুর বেগম (৪৫), আরিফুল ইসলামের স্ত্রী শারমিনা খাতুন (২২), আবু বক্কর এর স্ত্রী রওশনারা খাতুন (৪৬), জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্ত্রী পারভিনা খাতুন (৩৪) এবং আশাদুল হক এর স্ত্রী সখিসোনা (৪০)।

এসময় তাদের কাছ আল্লহর পথে জিহাদ, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, আখিরাতের প্রস্তুতি, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, ঈমানের হকিকত, আমিরে জামায়াতের আহবান, সফল জীবনের পরিচয়, পর্দার বিধান, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন, বাংলাদেশ জামাত ইসলামের আমির ডা: শফিকুর রহমানের বক্তব্য, তাফহীমুল কুরআন, সহ ১৮ টি বিভিন্ন বই জব্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, আটক জামায়াতের নারী নেতা কর্মীরা সরকারেরর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা ও মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে নাশকতকা সৃষ্টিসহ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলার অবনতি করার লক্ষে ১৪/১৫ জন নারী সরকার বিরোধী সন্ত্রাস ও নাশকতা কার্যকলাপ করার উদ্যেশ্যে পরিকল্পনা ও গোপন মিটিং করছিল। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।

আটকদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে। মামলায় এজাহার নামীয় ৫ জন ও অজ্ঞাতনামা আরো ১৪/১৫। জনকে আসামি করা হয়েছে। আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান ওসি মেহেদী রাসেল।

মেহেরপুরে চার সবজি ও মুদি ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মূল্য তালিকা প্রদর্শণ না করায় মেহেরপুর বড়বাজারের তিন সবজি ও এক মুদি ব্যবসায়ীর ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

আজ বৃহস্পতিবার দুুপুর ১২ টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম সহযোগীতা করেন।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, বড়বাজারে সোবহান সবজি ভান্ডারে পণ্যের খুচরা মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও পণ্যের ক্রয় ভাউচার

না রাখার অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: সোবহানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা জব্বার সবজি ভান্ডারের মালিক মো: জব্বারকে ১হাজার টাকা, মিন্টু সবজি ভান্ডারের মালিক মো: আসাদুজ্জামান মিন্টুকে ২ হাজার টাকা, মুদি ব্যবসায়ী রবিউল স্টোরের মালিক মো: রবিউল ইসলামকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরো জানান, অভিযান চলাকালে এসময় সবাইকে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয় এবং সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জের বিরুদ্ধে অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ তদন্ত কমিটির ঘটনাস্থল পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে মারধর ও অর্থবাণিজ্যের গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তীত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছেন। কমিটি লিখিত স্বাক্ষতকার গ্রহণ করেছেন অনেকের। মিলতে শুরু করেছে ঘটনার সত্যতা। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত মধ্যস্থতাকারি সাইফুল ইসলামকে পেলে পরিষ্কার হবে ৯৫ হাজার টাকার ভাগ কে কত নিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে পিকাপভ্যানসহ ঢাকা ধামরাইয়ের ৪ জনকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় দেনদরবার করে নেহালপুর গ্রামের সাইফুলের মাধ্যস্থতায় আটককৃতদের ছেড়ে দেবার গুরুত্বর অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএমকে প্রধান করে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

গতকাল বুধবার ২৫ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে তদন্ত কমিটির প্রধান ঘটনাস্থল পরির্দশন করেন এবং অনেকের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে আছেন সোরাফ হোসেন, বোন রেহেনা ওরফে জয়নব, রেহেনার মেয়ে রিক্তা খাতুন।

লিখত বক্তব্যে প্রত্যেকেই জানান, ঢাকার মেহমানরা পিকাপ নিয়ে গত শুক্রবার ৪ জন তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। রাত সাড়ে ৩টার দিকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই রকিবুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আটক করার সময় গরুচোর অপবাদ দিয়ে মারধরও করে। তাদেরকে ছাড়াতে ডিঙ্গেদহ বাজারের ২টি বিকাশের দোকান থেকে ১ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়। ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যস্থতা এবং এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম।

তদন্তকমিটর নিকট রিক্তা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার আত্নীয়কে ছাড়াতে আমি ওই দারোগার পা পর্যন্ত চেপে ধরি এবং ধমকও খায়। এতকিছু করেছি কারণ ঢাকার আত্নীয়দের নেহালপুরে আমাদের বাড়িতে আমিই পাঠিয়েছি। আর আমাদের বাড়িতে এসে তারা বিপদে পড়েছে এর জন্য আমিই দায়ি।

এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, এরি মধ্যে হতদরিদ্র রিক্তার মা একটি গরু ৭০ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করে সেই টাকা ক্ষতিপুরণ হিসাবে ঢাকাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এব্যাপারে তদন্ত কমিটির প্রধান কোন মন্তব্য না করলেও তদন্ত কমিটির সামনে কয়েকটি সত্যতা মিলেছে। যার মধ্যে কোন সুনিদৃষ্ট অভিযোগ ছাড়াই ৪ জনকে আটক করা। মারধর করা। কোন উর্দ্ধতম কর্মকর্তাকে না জানিয়ে দীর্ঘ সময় ক্যাম্পে আটকিয়ে রাখা। বিকাশের মাধ্যমে ১ লাখ টাকা উত্তলন করা। এখন সাইফুলকে পেলেই ৯৫ হাজার টাকা কি ভাবে কোন ক্ষাতে খরচ হয়েছে তা পরিষ্কার হবে।

ঢাকা ধামরাইয়ের আব্দুর রহমান বলেন, আমার শিশু ছেলেকে পুলিশ ধরেছে এবং মারপিট করেছে এমন সংবাদ পেয়ে হিজলগাড়ীতে ছুটে আসি। ডিঙ্গেদহ বাজারে পরিবহণ থেকে নামার সাথে সাথে গতিরোধ করে সাইফুল। সে নানা

প্রকার ভয়ভীতি দেখাতে থাকলে আমি ও আমার স্ত্রী সন্তানের কথা ভেয়ে আরও ভয় পেয়ে যায়। তাই সাইফুলের কথায় রাজি হয়ে বিকাশের মাধ্যমে ১ লাখ টাকা উত্তলন করি। যার মধ্য থেকে ৫ হাজার টাকা আমাকে দেয়। বাকি ৯৫ হাজার টাকা সে নিয়ে আমাদেরকে হিজলগাড়ী ক্যাম্পে নিয়ে যায়। একপর্যায় গত শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে আমার ছেলেসহ বাকিদের পুলিশ ছেড়ে দেয়। এদের মধ্যে আমার শিশু ছেলে ও এক ভাইকে পুলিশ মারধর করেছে। তার ছবি তদন্ত কর্মকর্তাকে দিয়েছি।

তদন্ত কমিটির সামনে সোরাফ হোসেন আরও জানায়, আটক এবং টাকা পয়সা লেনদেনর বিষয়টি জানাজানি হয়ে পড়লে ওই দারোগা গত রোববার বেলা ১১টার দিকে আমি একটি মাঠে কাজ করছিলাম সেখানে আসে এবং আমাকে ধমক দিয়ে ধরে নেবার চেষ্টা করে ও শাসাতে থাকে। মাঠের লোকজন এর প্রতিবাদ করলে দারোগা চলে যায়।

ঝিনাইদহে পাচঁ বছরের সাজা প্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলার পাঁচ বছরের সাজা প্রাপ্ত আসামি টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ।

সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীন উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে সাজাপ্রাপ্ত পালাতক আসামি টিপু সুলতান ডিসি কোট এলাকায় অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে এএসআই সোহাগ হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বুধবার দুপুরে তাকে গ্রেফতার করে। সে এসসি- ৪৮৮/১৭, ঝি:জিআর- ১০৪/১৭, ১৯৯০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ (১) এর ৯ (খ) ধারার পাঁচ বছরের সাজা প্রাপ্ত আসামি।

টিপু সুলতান সদর উপজেলার ব্যাপারীপাড়্ ◌াএলাকার (কোরবানের বাড়ির ভাড়াটিয়া) ও মৃত আব্দুল গাফফারের ছেলে। গ্রেফতারকৃত টিপু সুলতানকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশের অভিযানে কেরুর ট্রাকে বাংলামদ সহ আটক ৩

দামুড়হুদা দর্শনা মহা সড়কের মাঝামাঝি স্হান থেকে জেলা ডিবি পুলিশের অভিযানে বাংলাদেশ কেরু এন্ড কোম্পানীর ট্রাকে বাংলামদ ও চালক সহ ৩ জনকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামীদের কে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর ছিল যে কেরুর ওয়্যার হাউজ শান্তাহার থেকে চুরি করে ট্রাকে মদের একটি বড় চালান আসছে।সে খবর পাওয়ার পর দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশন ও ফায়ার সার্ভিসের মাঝামাঝি স্হানে ডিবি পুলিশের একটি টহলদল এম্বুস করে।রাত নয়টার দিকে গাড়িটি পুলিশ বেরিকেট পার হওয়ার চেস্টা করলে গাড়িটি আটক করা হয়।

যে ট্রাকে কেরুর শানতাহার পন্যাগার থেকে কেরুর ট্রাকে চুরি করা মদ নিয়ে দর্শনায় ফিরে আসা হচ্ছে, যা পুজার বাজারে দর্শনা এলাকায় অনেক টাকায় বিক্রি করা হবে। রাতেই ট্রাকটি তল্লাশী করে ১০ লিটার মদ সহ চালক মনিরুল ইসলাম,হেলফার সানোয়ার হোসেন ও বাপ্পারাজকে আটক করা হয়।পরে কেরুর নিজস্ব ট্রাক (নম্বর চুয়াডাঙ্গা-হ ১১০০০৯) ডিবি হেফাজতে রেখে বাংলামদ সহ গতকাল মঙ্গলবার আসামীদেরকে চুয়াডাঙ্গা কোটে চালান করা হয়েছে।

চিনিকলের পরিবহন বিভাগের অফিস জানান গত ২২ অক্টোবর কেরুর ডিস্টিলারির উৎপাদিত পন্য নিয়ে ট্রাকটি কেরুর শানতাহার ওয়্যার হাউজে যায় এবং মালামাল রেখে গতকাল ২৩ অক্টোবর রাতে ট্রাকটি ফিরে আসার সময় পুলিশের কাছে আটক হয়। কেরু চিনিকলের জি এম (প্রশাসন) মোঃ ইউসুপ আলি জানান ঘটনাটি শুনেছি আজ মঙ্গলবার সরকারি ছুটি বুধবার অফিস যথারিতি চলবে, অভিযুক্তদের বিষয়ে খোজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে আন্তঃবিভাগীয় মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূলহোতাসহ গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহে আন্তঃবিভাগীয় মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূলহোতা মোহাম্মদ আলী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার ও তিনটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ সদর থানায় প্রেসবিফিং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত পুলিশ মীর আবিদুর রহমান এসব তথ্য জানান।

গতকাল সোমবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ সদর থানা চৌকশ অভিযানিক পুলিশ ও সাতক্ষীরা পুলিশের সহায়তায় সাতক্ষীরার শ্যাম নগর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মোহাম্মদ আলী (৪০) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার বংশিপুর গ্রামের মৃত মজিদ গাজীর ছেলে। সংবাদ কর্মীদের কাছে তিনি জানন, আন্তঃবিভাগীয় চোর চক্রের মূল হোতা মোহাম্মদ আলীকে গ্রেফতারের পরে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আরো দুই জানা যায়। তারা হলো মনিরুজ্জামান (৩৩), পিতা-আজিজ গাজী, সাং-ছোট ভ্যাটখালী, থানা- শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা এবং হেলাল উদ্দীন (২১), পিতা- হবিবুল্লাহ, সাং-চালনা, থানা-দাকোপ, জেলা-খুলনা। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে আসামীর স্বীকারোক্তি মতে উক্ত মামলার চোরাই যাওয়া মোটর সাইকেল Passion Xpro 110cc, যার রেজিষ্ট্রেশন নং-ঝিনাইদহ-হ-১৪-৮০৫৯, নং-JA06ETKGB 13608, যাহার চেচিস PS1JAS043KJD00266 সহ আরো দুইটি চোরাই মোটরবাইক পাওয়া যায়। মোটর সাইকেল দুটির একটি লাল রংয়েরIGNITOR 125 CC মোটরবাইক এবং অন্যটি খ) একটি লাল রংয়ের hero splendor মোটরবাইক। আসামী মোহাম্মদ আলীর স্বীকারোক্তি মতে চুরির ঘটনার সাহিত তারা জড়িত।

এই মামলা ছাড়াও সিডিএমএস পর্যালোচনায় ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহ জেলাসহ খুলনা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৫ টি মামলা রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ক্লোজড: তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থবানিজ্যের গুরুত্বর অভিযাগ উঠেছে। অভিযোগের সত্যতা মেলায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হয়েছে। এদিকে রকিবুল ইসলামের ক্লোজের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন কালিন সময়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বইছে আলোচনা সমালোচনা। সেই সাথে অভিযুক্ত এসআই রকিবুল ইসলামকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প থেকে ক্লোজড করায় এলাকাবাসি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে সাধুবাদ জানিয়ছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজলার নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর স্কুল পাড়ায় কালুর বাড়িতে গত শুক্রবার ঢাকা ধামরাইয়ের মধুডাঙ্গা থেকে পিকাপভ্যান করে ৪ জন ব্যাক্তি বেড়াতে আসেন।

গত শুক্রবার দিনগত রাত ৩ টার দিকে হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স আর আরএফ’র কনোস্টবল ওয়াসিম ও সজিবকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে সন্দেহ জনক ভাবে ৪ জনকে আটক করেন এবং পিকাপভ্যানসহ তাদরকে ক্যাম্পে নিয়ে ১৩ ঘন্টা কাষ্টরিতে আটকিয়ে রাখেন। অভিযোগ উঠেছে আটককৃত ৪ জনকে ছাড়াতে সুকশৌলে ৯৫ হাজার টাকা অর্থবানিজ্য করেছেন তিনি। আর এ অর্থ লেনদেনের মাধ্যেমে হিসাব দায়িত্ব পালন করেন নেহালপুর গ্রামের ওয়াজেদের ছেলে সাইফুল ইসলাম। বিষয়টি অতিগোপনে করা হলও তা জানাজানি হয়ে যায়।

এনিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের দৃষ্টিগোচর আসে।

এসআই রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় গতকাল সোমবার তাকে হিজলগাড়ী পুলিশ ক্যাম্প থেকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করেন বলে পুলিশের একাধিক সূত্রে জানাগেছে।

অপরদিকে পুলিশের একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, আটককৃতদের ছেড়ে দেবার সময় বেশ কিছু সাদাকাগজে অনকের স্বাক্ষর করে রাখা হয়। রোববার গভির রাতে তিনি সেগুলো অফিস বসে নিজকে রক্ষা করার জন্য নিজের মত করে লেখালেখি করেন।

এদিকে নামপ্রকাশ না করার শর্তে এলাকার অনকেই অভিযোগ করে বলেন, হিজলগাড়ী ক্যাম্পের ভিতরে বেগমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মানুষের বসার জন্য একটি গোলঘর নির্মান করে দিচ্ছেন। অথচ রকিবুল ইসলাম এই গোলঘর নির্মানের অযুহাতে গণহারে মানুষের নিকট থেকে অনুদান হিসাবে অর্থ আদায় করেছেন। যা রীতিমত অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছে। যা নিয়ে এলাকায় আলাচনা সমালাচনা অব্যাহত আছে।

অনকেই মন্তব্য করে বলেছেন, গোল ঘর নির্মান করার কথা বলে মানুষের নিকট থেকে যে টাকা আদায় করা হয়েছে তা অমানবিক। যার হিসাব তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এদিকে ঘটনার পর থেকে মধ্যস্তাকারি নেহালপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম এসআই রকিবুলের নির্দেশে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ করে গা ঢাকা দিয়েছে। সাইফুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সঠিক তথ্য জানাযাবে টাকা কার পকেটে কত গেছে। তার সাথে কোন ভাবেই যোগাযাগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প থেকে আলোচিত ক্যাম্প ইনচার্জকে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসি।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, এসআই রকিবুল ইসলামকে ক্যাম্প থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত পূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দর্শনার মোহাম্মদপুরে গৃহবধুর হত্যার রহস্য উৎঘাটন, হত্যাকারি আটক

অবশেষে মাত্র ৭ ঘন্টার মাথায় উৎঘাটিত হয়েছে দর্শনার গৃহবধু মনজুরা খাতুন মিমের হত্যার রহস্য। বোনকে হত্যা করে নাটক সাজিয়ে রেহায় পেলোনা কুলাঙ্গার বড় ভাই আলমগীর।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার কথা অকপটে স্বীকার করলে পুলিশ আলমগীরকে আদালতে নেয়। বিজ্ঞ আদালত তার স্বীকারোক্তি মৃলক জবানবন্দি রেকর্ড করে।

গত রবিবার চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মিম আক্তার মনজুরা নামে এক নারীকে শ্বাসরোধ করে ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় তার ভাই আলমগীর কবীরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আলমগীর তার বোন হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে গতকাল সোমবার দুপুরে আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেছেন।

এ ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে প্রেসব্রিফিং করেছে জেলা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আলমগীর কবীর (৩৮) দর্শনার মোহাম্মদপুরের মৃত আরমান আলীর ছেলে।

বিকাল ৪ টার দিকে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দীন আল আজাদ (ক্রাইম এন্ড অপস্) বলেন, এক নিকট আত্মীয়ের সাথে বোনের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক জেনে যায় ভাই। সেই অবৈধ সর্ম্পক থেকে বোনকে সরে আসার জন্য বারবার সতর্ক করে ভাই আলমগীর। কিন্তু বোন মনজুরা ভাইয়ের কথা না শুনে পরকীয় প্রেম চালিয়ে যায়। এ কারণে ক্ষুব্ধ ছিল ভাই।

এরই মধ্যে আলমগীরের সাবেক স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের সাথে বিবাদ সৃষ্টি হয়। শ^শুর বাড়ির লোকজন মোবাইল ফোনে হুমকি দিলে তা রেকর্ড করে বোনকে হত্যার জন্য প্রেক্ষাপট তৈরি করে ভাই আলমগীর।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, পরিকল্পনা মতো গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বোনকে কৌশলে বাড়ীর পাশের আমবাগানে ডেকে নিয়ে যায় ভাই। এসময় কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে বোনের নিজের ওড়না দিয়ে গলায়

পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ বেগুন ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধারালো দা দিয়ে গলাকেটে মৃত্যু নিশ্চিত করে আলমগীর।

অনুসন্ধানের তথ্য থেকে পুলিশ কর্মকর্তা উদ্দীন আল আজাদ আরও জানান, হত্যার পর ঘটনা অন্যদিক প্রবাহিত করার জন্য আসামী আলমগীর ধারালো দা দিয়ে নিজের মাথায় নিজেই তিনটি পোচ দেন এবং আমগাছে থাকা রশি নিয়ে নিজেই নিজের হাত-পা বেঁধে চিৎকার করতে থাকে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করলে অপহরণের নাটক সাজিয়ে বিভ্রান্ত করে আলমগীর। এসময় তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, এ ঘটনায় নিজেকে দায়ী করে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন আলমগীর। এর আগে গতকাল সোমবার সকালে আলমগীরকে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন বোন জামাই সুরুজ মিয়া।

পুলিশের প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা ও ডিবি পুলিশের ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ।

উল্লেখ্য, গত রবিবার (২২ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে দর্শনা মোহাম্মদপুরে বাড়ির পাশের একটি বেগুন ক্ষেত থেকে মিম আক্তার মনজুরার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ আলমগীরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনায় পুলিশের একাধিক টিম আলমগীরকে জিজ্ঞাসাবাদে সে এ হত্যা কান্ডের ঘটনা স্বীকার করে। গতকালই মনজুরা খাতুন মিমের লাশের ময়না তদন্ত শেষে স্থানীয় কোবরস্থানে দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

এদিকে স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে বসত বাড়ির ২ কাটা জমি নিয়ে ভাই বোনের মধ্যে প্রায় ঝকড়া হতো। এ ধরনের ঘটনার জের ধরে এ হত্যাকান্ড ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসির ধারনা।